ঢাকা কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী

নতুন প্রজন্মকে জাতির প্রত্যাশা পূরণে কাজ করতে হবে

ঢাকা, ০১ জুলাই, ২০১৭

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, নতুন প্রজন্মকে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। জাতির প্রত্যাশা পূরণে তাদেরকে অগ্রসৈনিকের ভূমিকা পালন করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী আজ রাজধানীর ঢাকা কলেজ অডিটোরিয়ামে ঢাকা কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রদের ওরিয়েন্টেশন ও নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। আজ সারাদেশে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ক্লাস শুরু উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী ঢাকা কলেজে একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরুর উদ্বোধন করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার মান কমে নাই। শিক্ষায় অনেক উন্নতি হয়েছে। আমাদের ছেলেমেয়েদের মান অনেক উন্নত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ইউনেস্কোসহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা বলছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষার উন্নয়নে বাংলাদেশ রোল মডেল।

তিনি ঢাকা কলেজকে দেশের সবচেয়ে প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ উল্লেখ করে বলেন, এ প্রতিষ্ঠানের কাছে জাতির প্রত্যাশা অনেক। আজকের নবীন ছাত্রদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জাতির সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে। নিজেদেরকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষকদের শিক্ষা দান পদ্ধতি উন্নত করার উপর জোর দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এজন্য শিক্ষকদের চর্চা আরো বাড়াতে হবে। ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে, পড়াশুনা করে এসে ক্লাস নিতে হবে। আমাদের নতুন প্রজন্ম বিশ্বমানের মেধার অধিকারী। তাদের বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। গত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঢাকা কলেজে এবার ১০০০ এর স্থলে ১৩০০ ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। অতিরিক্ত ৩০০ ছাত্র বিজ্ঞান শাখায় নেয়া হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েদের জঙ্গিবাদের কুমন্ত্রনা থেকে রক্ষা করতে হবে। জঙ্গিবাদীরা ইসলামের ভুল ব্যখ্যা দিয়ে আমাদের কোমলমতি ছেলেমেয়েদের বিপথগামী করছে। এরা জাতিকে সর্বনাশের পথে চালিত করার চেষ্টা করছে। এদের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মোয়াজ্জম হোসেন মোল্লাহ্ -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. মাহাবুবুর রহমান, ঢাকা কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক নেহাল আহমেদ এবং প্রফেসর সৈয়দা হাবিবা বক্তব্য রাখেন।

একাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন

পরে শিক্ষা মন্ত্রী ঢাকার মতিঝিলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মিলনায়তনে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন উদ্বোধন করেন। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির তিনটি বই- সাহিত্য পাঠ, সহপাঠ ও ইংলিশ ফর টুডে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী। এ বইগুলো এনসিটিবি মুদ্রণ ও প্রকাশ করেছে। সাশ্রয়ী মূল্যে শিক্ষাথীরা এ বইগুলো কিনতে পারবে। সাহিত্য পাঠ বইটির দাম ১১৩ টাকা, সহপাঠ বইটির মূল্য ৫৫ টাকা এবং ইংলিশ ফর টুডে বইটির দাম ৮১ টাকা রাখা হয়েছে।

এ সময় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বছরের শুরুতে প্রথম থেকে নবম শেণির শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়া সম্ভব হয়েছে। এবার ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫টি বই বিতরণ করা হয়েছে। সারা পৃথিবীতে এটা এক অতুলনীয় উদাহরন। সবার মিলিত প্রচেষ্টায় এ অবিশ্বাস্য কাজ সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, জনগন এটাকে বড় সাফল্য মনে করে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে তিনি সংশ্লিষ্টদের আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহবান জানান।

এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান, এনসিটিবি'র সদস্য ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি তোফায়েল হোসেন খান এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্যামল পাল।

মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান
সিনিয়র তথ্য অফিসার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মোবাইল: ০১৯১১-০০৭৫৩৯